সাজেদা খানম গার্হস্থ অর্থনীতিতে দ্বিতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাজেদা আকতার খানম গার্হস্থ অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সাজেদার রোল নম্বর ঢাকা ১০২১৫৪। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৭০২। তিনি এসএসসি পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

সাজেদা আকতার খানম পুষ্টি বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী। সাজেদা'র পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী এজিবি অফিসের একজন একাউন্টস অফিসার। তার ফলাফল আশানুরূপ হয়েছে বলে তিনি আমাদের প্রতিবেদককে জানান।

খুরশিদা জাহান গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

খুরশিদা জাহান ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। খুরশিদা জাহানের রোল নম্বর ঢাকা ১০২০০৩। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৮। খুরশিদা'র ছোট বোন নিলুফার জাহান একই বিভাগ থেকে একই পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েছেন।

খুরশিদা জাহান এসএসসিতে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুষ্টি বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। পিতা জনাব মোহাম্মদ খবির উদ্দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর।

সুলক্ষ্মণা শ্যামা নাথ রাজশাহী বোর্ডে সম্মিলিত মেধায় তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সুলক্ষ্মণা শ্যামা নাথ চলতি সালের এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড থেকে সম্মিলিত মেধায় তৃতীয় এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ৪ বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৯২১। শ্যামা প্রকৌশলী হতে চান। তার পিতামহ ডঃ খিতিশ চন্দ্র নাথ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং মা বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। ছবি আঁকা শ্যামার অন্যতম শখ।

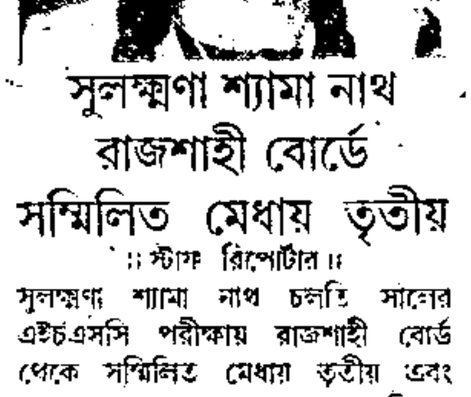

আবদুল হালিম ঢাকা বোর্ডে কলা শাখায় তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আবদুল হালিম এইচ. এস. সি পরীক্ষায় কলা বিভাগে ঢাকা বোর্ডে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ৪ বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৪১। এস.এস.

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাবা-মা দাদু এবং শিক্ষকের অবদান ছিল বেশী। তিনি প্রি-টেস্টের পর থেকে দৈনিক ১০/১২ ঘন্টা পড়াশুনা ক

অপরাজিতা ঢাকা বোর্ডে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

অপরাজিতা আহাম্মেদ ভবিষ্যতে একজন চার্টার্ড একাউনটেন্ট হবে। অপরাজিতা (রোল ৯৫৮১৭) ইউনিভার্সিটি কলেজ ওমেন্স ফেডারেশন কলেজ থেকে মোট ৭৬৮ নম্বর পেয়ে এবার এইচ এস সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন। অপরাজিতা বাবা সিরাজুদ্দিন আহাম্মেদ ব্যবসায়ী এবং মা শাহানা বাণুর প্রথম সন্তান। ভাল ফলাফলের পেছনে শিক্ষকের অবদানই বেশী ছিল বলে অপরাজিতা জানান। তিনি দৈনিক ৪/৫ ঘন্টা পড়াশুনা করতেন। ভাল ফলাফলের জন্যে গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতার প্রশ্নে সাজেশন দেয়া এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতাই দায়ী বলে তিনি জানান। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার সঠিক মূল্যায়নের জন্যে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তিন অপরিহার্য বলে অপরাজিতার ধারণা।

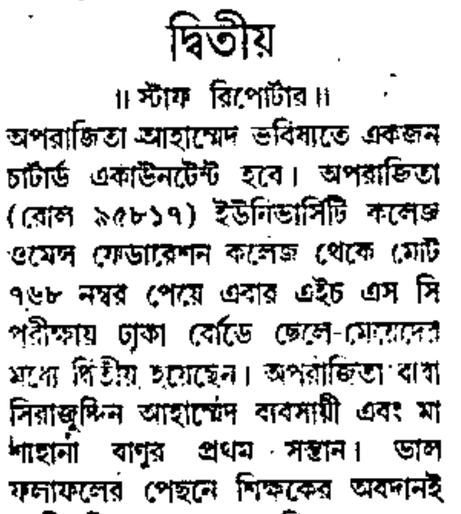

সুলতান মাহমুদ ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকারী সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন।

'৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। এবারের ফলাফল সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে ধরনের পরীক্ষা দিয়েছি তাতে তৃতীয় হওয়ার চেয়ে বেশী ভালো ফলাফল আশা করিনি। বলা যায়, ফল আশাপ্রদ। দেশের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি পাল্টানো উচিত বলে তিনি মনে করেন।

তার বাবা জনাব বদরুল ইসলাম সিদ্দীক বিএডিসি'র ডিভিশনাল ম্যানেজার।

মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় জারিয়াতুল তৃতীয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জারিয়াতুল কারিম চলতি বছর ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিজ্ঞান শাখায় হলিক্রস কলেজ থেকে মহিলাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

জারিয়াতুল কারিমের রোল নম্বর ঢাকা ৭৭৮। ৩টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ৮৯৭, যার শতকরা হার (চতুর্থ বিষয়ের অতিরিক্ত নম্বরসহ) ৮৯ দশমিক ৭ ভাগ। তিনি এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা থেকে ৪টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ডাক্তার হতে চান।